গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্দ্যেগে রাস্তা মেরামত

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে ইয়ূথ লিডারদের উদ্যোগে গ্রামের বিত্তশালী মানুষের কাছে থেকে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে রাস্তা মেরামত করা হয়।

এ কাজের সাথে আরো সহযোগিতায় ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গ্রামউন্নয়ন দলের সদস্য বৃন্দরা।

এ বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ফজলুল হক জানান, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ইয়ূথ লিডারদের এমন চিন্তাধারা অবশ্যই প্রশংসানীয়। সেই গ্রাম উন্নয়ন টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ তারাও ইয়থদের সাথে একাত্তাপোষন করে এমন মহান উদ্দ্যেগ গ্রহন করার জন্য।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম জানান, ইয়ূথ এবং গ্রাম উন্নয়নের সদস্যরা কয়েক দিন ধরেই মানুষের দারে দারে গিয়ে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে যাতাযাত উপযোগী করে তুলেছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার।

ইয়ূথ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন মিয়া নাছিম আলী আসমত, শাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে ঢিলেঢালা সুরক্ষা ব্যবস্থাই চলছে ঈদ কেনাকাটা

দেশে করোনা রোগী সনাক্তের সংখ্যা যখন রেকর্ড ছাড়াচ্ছে ঠিক তখনই খুলে দেওয়া হলো দোকান-পাট শপিংমল। দির্ঘ দেড়মাস বন্ধ রাখার পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিমিত আকারে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দোকান-পাট, শপিংমল ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। কিন্তু নিতান্তই অনিরাপদ সুরক্ষা ব্যবস্থা

ও ঢিলেঢালা প্রশাসনিক তদারকিতে চলছে বেচাকেনা।

ইতি মধ্যে মেহেরপুরের সব কয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। গুটি কয়েক দোকান মালিক নাম মাত্র সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখলেও অধিকাংশ দোকান-পাট ও শপিংমলে স্বাথ্যবিধি মেনে চলার কোন বালাই নেই। বিকাল ৪ টার পর জেলা পুলিশের একটি দল দোকান-পাট বন্ধের অভিযান চালালেও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কোন প্রশাসনিক কর্মকান্ড দেখা যায়নি।

কসমেটিক, পোশাক, পাদুকা, মোবাইল ইত্যাদি দোকান ও শপিংমলে ক্রেতারা বেশি ভিড় জমাচ্ছে। আসন্ন ঈদ-উল ফিতর কে সামনে রেখে অনেক জীবনের ঝুকি নিয়েই ক্রেতারা ছুটছে বিপনীবিতান গুলোতে।

মেহেপুর শহরের কোর্টমোড় থেকে শুরু করে কাথুরী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান-পাট ও শপিংমল ঘরে দেখা যায় একই চিত্র। কোন কোন পোশাকের দোকানে বিক্রেতাদেরও স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু ও হোটেল বাজার ব্যবসা সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন বলেন, আমরা সরকারি নির্দেশনা মত ব্যবসায়ীক কর্যক্রম চালিয়ে যচ্ছি। কিন্তু দির্ঘ সময় বন্ধ থাকার কারনে ক্রেতাদের ভিড় বেশি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, প্রতিটি মর্কেটেই ক্রেতাদের প্রচুর ভিড়। আমরা হ্যান্ড মাইক দিয়ে প্রত্যেককে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনা কাটার পরামর্শ দিচ্ছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মার্কেট গুলোকে বন্ধ করার বিষয়েও তদারতি করছি।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, আমরা মেহেরপুর সদরের ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে মিটিং করেছি। সরকারি নির্দেশনা মতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে গৃহবধুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীর ফতাইপুরে চলন্ত ইজি বাইকের ধাক্কায় ফিরোজা খাতুন নামের এক গ্রহবধু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ওই গৃহবধু আহত হয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়। বিকেল ৫ টার দিকে তার মৃত্যু হয়। গৃহবধু ফিরোজা গাংনী উপজেলার ফতাইপুর গ্রামের লাল্টুর স্ত্রী।

এদিকে চিকিৎসকের অবহেলার চিকিৎসকের অবহেলায় তার মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন ফিরোজার পরিবার।
ফিরোজার পরিবার লোকজন জানায়, সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটি ছোট্ট শিশু রাস্তার মাঝ খানে চলে আসে। এসময় শিশুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার সময় বামুন্দি থেকে গাংনী গামী একটি ইজি বাইক তাকে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে জ্ঞাণশুন্য হয়ে পড়ে ফিরোজা। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত তার জ্ঞাণ ফিরে না আসলে তাকে কুষ্ঠিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এসময় কুষ্ঠিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার প্রস্তুতিকালে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে ফিরোজার পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেন, ফিরোজা আহত হবার পর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তেমন কোন ব্যাবস্থা না করায় তার মৃত্যু হয়।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. বিডি দাস জানান,কোন চিকিৎসায় অবহেলা করা হয়নি। এখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেবার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাকে কুষ্ঠিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয়। তাকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আরো ৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গায় নতুন আরো পাঁচজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের জুনিয়র অডিট কর্মকর্তা। বাকি দুজন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত। মঙ্গলবার এই পাঁচজনের পজিটিভ প্রতিবেদন আসে।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, গত ৬ মে চুয়াডাঙ্গা জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের এক কর্মকর্তা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন। এরপর ওই কার্যালয়ের আরো তিনজনের পজেটিভ প্রতিবেদন এসেছে। এছাড়া সদর হাসপাতালের ল্যাব টেকনিশিয়ান ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের একজন মোট ৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

তিনি জানান, জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসের আক্রান্ত তিনজনের মধ্যে একজন নারী। সকলেই জুনিয়র অডিট কর্মকর্তা। আক্রান্তরা সকলেই চুয়াডাঙ্গা শহরের বাসিন্দা।

এ পাঁচজন নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩১ জনে। এর মধ্যে একজন মারা গেছেন, একজন সুস্থ হয়েছেন এবং বাকিরা আইসোলেশনে আছেন।

শৈলকুপায় উপজেলায় ১২ দিনে ৪ খুন

ঝিনাইদহ জেলা শৈলকুপা উপজেলায় ২৯ এপ্রিল থেকে ১১ মে গত ১২ দিনে ৪ টি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে ২ জনই ছাত্র। এসময় প্রতিপক্ষের হামলা, পাল্টা হামলায় আহত হয়েছে আরো শতাধিক।

২৯ এপ্রিল ত্রিবেণী ইউনিয়েনের শেখপায়া গ্রামে জমি জমা সংক্রান্ত ঘটনার জের ধরে প্রতিপক্ষ কুপিয়ে হত্যা করে রবিন্দ্র মৈত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরাফাত বিশ্বাসকে, ৩ মে হাকিমপুর ইউনিয়নের সুবিদ্দাহ-গোবিন্দপুর গ্রামে প্রতিপক্ষ পিটিয়ে হত্যাকরে মুদি দোকানী জোয়াদ আলীকে।

১১ মে সকালে প্রতিপক্ষের অতর্কিত হামলায় লাল্টু ও অভি নামের ২ যুবক নিহত হয়েছে কাঁচেরকোল ইউনিয়নের ধুলিয়াপাড়া গ্রামে। এর মধ্যে লাল্টু মুদিদোকানী ও অভি ছাত্র। আহতদের মধ্যে আরো দুজন নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস আতঙ্কে মানুষ ঘরবন্দি, অফিস আদালত, কলকারখানা বন্ধ। এর প্রভাব শৈলকুপাতে নেই বললেই চলে।

প্রতিটি গ্রামেই আধিপত্য বিস্তার, ত্রান দেওয়া নেওয়া, সামাজিক দ্বন্দ্ব নানান ঘটনায় প্রতিদিন কোনো না কোনো কাইজা, মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই আছে। এ ঘটনাগুলো তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরে জিইয়ে রাখা ঘটনাগুলোর প্রতিফলন। বিএনপি বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা সামাজিকভাবে আওয়ামীলীগ এর দুটি ধারার সাথে মিশে আছে। তাই এখানে যে দাঙ্গা- হাঙ্গামাগুলো হচ্ছে তা এই দুই ধারার মধ্যে।

ধুলিয়াপাড়া গ্রামে দুটি খুন হয়েছে। দুটিই এক পক্ষের। গত রবিবার রাতে অপর পক্ষের আবেদ আলী খান নামের একজন বৃদ্ধকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে। এ গ্রামটিতে কয়েক বছর ধরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে ছিল। এবার হয়তো এর অবসান হবে। তবে আরো একাধিক খুনের ঘটনা ঘটতে পারে।

হুমকি-ধামকি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ক ইউনিটের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষদের টার্গেট করে বিভিন্ন কায়দায় অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও তার তৈরি স্বঘোষিত গ্যাংয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। আজগরের গ্যাং সদস্য হিসেবে কাজ করছে এলাকার বেশ কিছু বখাটে যুবক।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, আজগরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাইনা না। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আর জান থাকবে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসি। ক্ষমতার দাপটে এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা করা মুশকিল।

এ বিষয়ে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমি আজগরের অপকর্মের কথা শুনেছি। আমাদের কাছে এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করিনি। অভিযোগ পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

তাদের শিশু সন্তান তাসনিম (০৫) আর্তচিৎকার করে বলে আমি বাবা মা দু’জনকেই চাই”। বিগত সাত বছর আগে গাইঘাটা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মোঃ মাসুদ রানা(১৯) এবং একই এলাকার মিম আক্তার(১৮) এর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ের বছরে বর কনের বয়স ছিল ১২/১৩ বছর অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। তখন এলাকার সচেতন কিছু ব্যক্তি তাদের এই বিয়ের বিষয়ে অভিভাবকদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক বিয়ে হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি কন্যা সন্তান তাসনিম(০৫) এর জন্ম হয়।

তাসনিমের চোখের সামনেই বাবা-মার ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ঘটে চলেছে। এককথায় একটি অসুস্থ পরিবার যেমনটি হওয়ার কথা ঠিক তেমনটিই। এরপর এই দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেবে।

পারিবারিক এ অস্থিরতা নিয়ে আমার নিকট অভিযোগ হলে, এসআই ভবতোষ এর মাধ্যমে এই পরিবারের সাথে জড়িত সকল অভিভাবককে থানায় ডেকে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, এক পর্যায়ে ছোট্ট মেয়ে শিশু তাসনিম কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানায় সে বাবা-মা দু’জনকেই চাই অর্থাৎ সে চায় না কেউ কারো থেকে আলাদা থাক। আমাদের আলোচনা ও অবশেষে মেয়েটির আর্তনাদ এর কাছে বাবা-মার অভাব-অভিযোগ, মান -অভিমান ভেঙে যায়। তারা পুনরায় ঘর করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালোমতো বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বললেন। ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে দেন। তারা উভয়েই মেনে নেয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের গন্ডগোল, মারামারি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

গল্পটা এজন্য বলা হলো যে, এটি আসলে বাল্যবিবাহের প্রতিফল হিসেবে একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দম্পতির বর্তমান যে বয়স এটিই আসলে তাদের বিয়ের বয়স যা আরও সাত বছর আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ কখনো সমাজে সুস্থ কোন পরিবার তৈরি করে না বা করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।

‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায় আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।